ইউনিট ২

সমকালীন উচ্চ শিক্ষা - যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত

[Higher Education System in Global Perspectives : UK, USA & India]

ভূমিকা

যে কোন দেশের শিক্ষার চূড়ান্ত ও সর্বোচ্চ ধাপ হলো সে দেশের উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা। এ স্তরের শিক্ষার মূল্যায়ন অন্যান্য উন্নত দেশের উচ্চ শিক্ষার কার্যক্রমের সাথে তুলনা করে করা হয়। উচ্চ শিক্ষার গন্ডি নিজ দেশে সীমাবদ্ধ থাকেনা। এই স্তরের শিক্ষার বৈশিষ্ট্যের কারণেই তার প্রভাব দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। কাজেই নিজ দেশের উচ্চ শিক্ষাকে সম্যকভাবে বিচার বিশ্লেষণ করার জন্য শিক্ষা উন্নয়নে বিশ্বের নেতৃস্থানীয় দেশের শিক্ষা অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ দিকের তুলনা বা পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। এ ধরনের বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনা থেকে স্বদেশের উচ্চ শিক্ষাকে আধুনিক বিশ্বের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে উন্নত ও সমৃদ্ধ করার দিক নির্দেশ পাওয়া যায়। এই লক্ষ্যে নিচের পাঠগুলো বর্তমান ইউনিটে উপস্থাপন করা হয়েছে।

পাঠ - ২.১ যুক্তরাজ্যের উচ্চ শিক্ষা

পাঠ - ২.২ যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ শিক্ষা

পাঠ - ২.৩ ভারতের উচ্চ শিক্ষা

পাঠ ২.১ যুক্তরাজ্যের উচ্চ শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ❑ যুক্তরাজ্যের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এগুলোর একাডেমিক কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবেন;
- ❑ যুক্তরাজ্যের উচ্চ শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা ও অর্থায়ন ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করতে পারবেন এবং
- ❑ যুক্তরাজ্যের বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের অধ্যয়নের সুযোগ সুবিধা উল্লেখ করতে পারবেন।

উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান

যুক্তরাজ্যে উচ্চ শিক্ষা বলতে বিশ্ববিদ্যালয় মানের শিক্ষা বোঝায়। বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষ কলেজ, উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ফার্দার কলেজে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হয়।

প্রায় ৯০টি বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে যুক্তরাজ্যের উচ্চ শিক্ষাদানের কাজে নিয়োজিত আছে। সবগুলো পূর্ণ-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং একাডেমিক কার্য পরিচালনায় এগুলোর পূর্ণ-স্বাধীনতা রয়েছে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক প্রোগ্রাম প্রণয়ন, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী নিয়োগ, ছাত্র ভর্তি ও ডিগ্রী প্রদানে স্বাধীন।

সবচেয়ে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় হলো অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ। তের শতকে এ দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সেন্ট এন্ড্রুজ, গ্লামগো ও এবারডিন বিশ্ববিদ্যালয় পনের শতকে এবং এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় ষোল শতকে স্থাপিত হয়। অবশিষ্ট সকল বিশ্ববিদ্যালয় উনিশ ও বিশ শতকের। যুক্তরাজ্যে ষাটের দশকে অনেক নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। ১৯৯২ সালে পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ডিগ্রী প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং এসব প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করে। তাছাড়া অনেক উচ্চ শিক্ষার কলেজও কিছু নীতির ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করেছে।

ফার্দার এডুকেশনের আওতায় অসংখ্য কলেজ ও প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ জাতির প্রয়োজনে নানা ধরনের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে।

ডিগ্রী ও অধ্যয়নের বিষয়

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডিগ্রী কোর্সের কার্যকাল সাধারণত তিন বছরের। তবে, কোথাও কোথাও চার বছরের ডিগ্রী কোর্স প্রচলিত আছে। মেডিক্যাল ও পশু চিকিৎসার কোর্স পাঁচ বছরের।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনেক ধরনের আধুনিক বিষয় অধ্যয়নের সুযোগ আছে। এসব প্রতিষ্ঠানে কলা, সামাজিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং উচ্চ পেশাগত কোর্স পড়ানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক প্রোগ্রামের সাথে কর্ম জগতের সম্পর্ক রয়েছে। শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সাথে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কার্যক্রমের যোগসূত্র আছে।

যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর নামকরণে পার্থক্য দেখা যায়। ইংল্যান্ড, ওয়েলস ও উত্তর আয়ারল্যান্ডে প্রথম ডিগ্রী বি, এ (ব্যাচেলর অব আর্টস) অথবা বি, এস, সি (ব্যাচেলর অব সায়েন্স) ও দ্বিতীয় ডিগ্রীকে এম,এ (মাস্টার্স অব আর্টস) এম,এস,সি (মাস্টার অব

সায়েন্স), পি,এইচ,ডি (ডক্টর অব ফিলসফি) বলা হয়। স্কটিশ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে কলা বিষয়ে প্রথম ডিগ্রী হলো মাস্টার ডিগ্রী। বহিঃপরীক্ষক ব্যবস্থার মাধ্যমে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের মানের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয়।

সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে গবেষণা পরিচালনার জন্য পৃষ্ঠপোষকতা করছে। উচ্চতর প্রযুক্তির উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও বাণিজ্যিক প্রয়োগের লক্ষ্যে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদদের সহযোগিতায় ৫০টির মত বিজ্ঞান পার্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

শিক্ষার্থী সংখ্যা

উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের হার যুক্তরাজ্যে ষাট এর দশক থেকে বর্তমানে অনেক বেড়েছে। প্রতি তিনজন তরুণের মধ্যে একজন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়। পূর্ণকালীন ও খন্ডকালীন শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ের কোর্সে অধ্যয়ন করে।

সারণি ১: উচ্চ শিক্ষায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী সংখ্যা ১৯৯৫-১৯৯৬

পূর্ণকালীন কার্যসূচি	**শিক্ষার্থী সংখ্যা**
স্নাতক	৯,৪৬,০০০
স্নাতকোত্তর	৯০,০০০
খন্ডকালীন কার্যসূচি	
স্নাতক	৪,৫৪,০০০
স্নাতকোত্তর	১,৩৬,০০০
উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	১,২২,০০০
মোট	**১৭,৪৮,০০০**

উৎস: Department for Education and Employment, The Stationary Office, 1997.

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ব্রিটেনের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় একটি অভিনব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি সাম্যতা নীতির ভিত্তিতে সাধারণ মানুষের জন্য উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। ১৯৬৯ সালে রয়েল চার্টার লাভের পর বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭১ সালে। স্নাতক, মাস্টার্স ও উচ্চ পেশাগত ডিগ্রীর জন্য অনেক ধরনের কোর্স এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দূর শিক্ষণের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ২০০,০০০ শিক্ষার্থী প্রথম ডিগ্রী (স্নাতক ডিগ্রী) লাভ করেছে। ১৯৯৭ সালে প্রথম ডিগ্রী কোর্সে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ১,৩৫,০০০ জন এবং উচ্চতর ডিগ্রী কোর্সে ছিল ১৫,০০০ জন।

ব্রিটেনসহ ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জিব্রালটার, পোভেনিয়া, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি দেশ থেকে অনেক বয়স্ক শিক্ষার্থী উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক প্রোগ্রামে ভর্তি হয়। হায়ার এডুকেশন ফান্ডিং কাউন্সিলের অর্থায়নে এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয়।

যুক্তরাজ্যের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা অনেক দেশের শিক্ষায় অবদান রেখেছে। এই মডেলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার সকল শর্ত পূরণ হলে সরকার থেকে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় রয়েল চার্টার লাভ করে। এরপর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা চার্টার অনুসারে পরিচালিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। পৌর (civic) ও নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা হলেন ভাইস চ্যান্সেলর। এক বা একাধিক প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর তাঁর কাজে সহায়তা করেন। চ্যান্সেলারের পদটি আলংকরিক এবং তিনি আজীবন পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার প্রধান কর্তৃপক্ষ হলো কোর্ট, কাউন্সিল, সিনেট ও ফেকাল্টি বোর্ড। কোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি একাডেমিক স্টাফ, স্থানীয় স্কুল, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক সমিতি ও পার্লামেন্টের সদস্য প্রভৃতি থেকে কয়েকশত সদস্য নিয়ে কোর্ট গঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমের রিপোর্ট শোনা, কাউন্সিল সদস্য নিয়োগ এবং কাউন্সিলের সুপারিশ অনুমোদন করা এই কোর্টের প্রধান কাজ।

কাউন্সিল বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী কমিটি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। নির্বাচিত স্থানীয় সমাজ (layman) ও শিক্ষক প্রতিনিধি এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত সদস্যদের নিয়ে কাউন্সিল গঠিত হয়। কাউন্সিলের প্রধান কাজ হলো: বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থায়ন, শিক্ষক নিয়োগ, কোন কোন ক্ষেত্রে ভাইস চ্যান্সেলার নিয়োগ ও সিনেট প্রেরিত সুপারিশ অনুমোদন করা।

সকল প্রকার একাডেমিক কাজের দায়িত্ব সিনেটের উপর ন্যস্ত। পদাধিকার বলে সকল অধ্যাপক ও নির্বাচিত কিছুসংখ্যক একাডেমিক সদস্যদের নিয়ে সিনেট গঠিত হয়। এই কর্তৃপক্ষটি বিভিন্ন অনুষদের কাজ সমন্বয় করে, অধ্যাপকদের নিয়োগ সুপারিশ করে, ডিগ্রী প্রদান করে এবং শিক্ষা কার্যক্রমের বিষয় তত্ত্বাবধান করে।

ফেডারেল বিশ্ববিদ্যালয় দু'টির মধ্যে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্ট ১৭ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। এই কোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে। অনুষদ, অধিভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গ্রাজুয়েটদের নিয়ে ৫০ সদস্যের সিনেট গঠিত হয়। সকল প্রকারের একাডেমিক কাজ সিনেট সম্পাদন করে। ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক কাজের দায়িত্ব ২৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত কোর্ট পালন করে। এই ফেডারেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো প্রশাসন ও পরিচালনা ব্যবস্থা অধিভুক্ত কলেজ পর্যায়ে পর্যন্ত বিকেন্দ্রীভুত করা হয়েছে। প্রতিটি কলেজের নিজস্ব বোর্ড, কাউন্সিল ও সিনেট আছে এবং স্ব স্ব কলেজের একাডেমিক, আর্থিক ও প্রশাসনিক কাজ এ সমস্ত কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে সম্পন্ন হয়।

অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ প্রশাসনিক কাজ তত্ত্বধান করে এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে। তবে অধিভুক্ত কলেজগুলি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্ব স্ব প্রশাসনিক, একাডেমিক ও আর্থিক কার্যাবলি স্বাধীনভাবে পরিচালনা করে।

অর্থায়ন

ছাত্রদের সরকারি অনুদান, গবেষণা সংস্থা ও অন্যান্য উৎস থেকে আদায়কৃত অর্থে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যয় নির্বাহ হয়। Higher Education Funding Council কর্তৃপক্ষ সেক্রেটারী অব স্টেট থেকে প্রাপ্ত অর্থ বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বণ্টন করে। বেসরকারি দাতব্য প্রতিষ্ঠান থেকেও প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ অনুদান প্রতিষ্ঠানগুলো লাভ করে। গবেষণা কনসালটেন্সি ও প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা থেকে প্রাপ্ত অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় ও অধিভুক্ত কলেজগুলো অর্থায়নের অন্যতম উৎস।

যুক্তরাজ্যের উচ্চ শিক্ষা ব্যয়বহুল। তবে শতকরা ৯৫ ভাগ শিক্ষার্থী স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ আর্থিক সহায়তা দানকারী সংস্থা থেকে টিউশন ফি ভবন পোষণ ভাতা হিসাবে আর্থিক সহায়তা লাভ করে। পিতামাতা ও শিক্ষার্থীর আয়ের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীদের অনুদান দেওয়া হয়। শিক্ষার ব্যয়ভার বহনের জন্য ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোও আর্থিক অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের জন্য সাহায্য প্রদান করে। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়নের জন্য শিক্ষা বিভাগ গবেষণা কাউন্সিল, শিল্প ও ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠান ও দাতব্য সংস্থা বৃত্তি ও অনুদান প্রদান করে।

শিক্ষার মান

যুক্তরাজ্যের উচ্চ শিক্ষার মান অতি উচ্চ এবং দেশ বিদেশে এর শিক্ষার সুনাম রয়েছে। পৃথিবীর অনেক দেশ থেকে অনেক শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে অধ্যয়নের জন্য আসে। পুনরায় উন্নয়নশীল দেশে link programme এর মাধ্যমেও বিশেষজ্ঞগণ কাজ করেন। যুক্তরাজ্যের শিক্ষায় আকৃষ্ট হয়ে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী প্রতি বছর এদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ভর্তি হয়। এর কারণ সম্পর্কে বলা হয় যে, British universities and other higher and further education establish rests have built up a stroang reputation overseas by offering tuition of the highest standards and maintaining low students to staff ratios.

১৯৯৫-৯৬ সালের তথ্যে দেখা যায় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় ৫,০০০০০ ছাত্র-ছাত্রী যুক্তরাজ্যের উচ্চ শিক্ষা ও ফার্দার এডুকেশন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছিল।

বিদেশী শিক্ষার্থীদের সুযোগ

বিদেশী শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য শিক্ষা বিভাগ ও নানা বেসরকারী সংস্থা থেকে বৃত্তি ও অনুদান প্রকল্পের আওতায় অনেককে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। এসব প্রকল্পের মধ্যে বৃটিশ কাউন্সিল ফেলোশিপ, কমনওয়েলথ স্কলারশিপ, ফেলোশিপ প্ল্যান, ফুল ব্রাইট, ব্রিটিশ মার্শাল, রোডস, চার্চিল এবং কনফেডারেশন অব ব্রিটিশ ইন্ডাট্রিস স্কলারশিপ স্কিমগুলো অন্যতম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. যুক্তরাজ্যে উচ্চ শিক্ষার জন্য কি ধরনের প্রতিষ্ঠান আছে?
   ক. বিশ্ববিদ্যালয়
   খ. বিশেষ কলেজ
   গ. ফার্দার কলেজ
   ঘ. সবকয়টি উত্তর শুদ্ধ

২. যুক্তরাজ্যের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় কোনগুলো?

ক. এবারডিন ও এডিনবার্গ
খ. সেন্ট এন্ড্রুজ ও গ্লাসগো
গ. অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ
ঘ. লন্ডন ও ওয়েলস

৩. কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সাথে যুক্তরাজ্যের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের একাডেমিক প্রোগ্রামের সম্পর্ক রয়েছে?
ক. শিল্প
খ. বাণিজ্য
গ. কলকারখানা
ঘ. ক ও খ উত্তর শুদ্ধ

৪. বিজ্ঞান পার্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য কি?
ক. উচ্চতর প্রযুক্তির উদ্ভাবন
খ. উচ্চতর প্রযুক্তির উন্নয়ন
গ. উচ্চতর প্রযুক্তির বাণিজ্যিক প্রয়োগ
ঘ. উপরের সবকয়টি উত্তর শুদ্ধ

৫. উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় অবদান কি?
ক. দেশ বিদেশের মানুষের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে
খ. কর্মজীবি মানুষের জন্য শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে
গ. সাধারণ মানুষের জন্য উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে
ঘ. উচ্চ শিক্ষায় গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে

৬. যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য প্রধান কর্তৃপক্ষ কোনটি?
ক. কোর্ট
খ. কাউন্সিল
গ. ফেকাল্টি বোর্ড
ঘ. উপরের সবকয়টি উত্তর শুদ্ধ

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. যুক্তরাজ্যের উচ্চ শিক্ষার অর্থায়নের উৎস কি - উল্লেখ করুন।
২. যুক্তরাজ্যে বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের অধ্যয়নের কি সুযোগ রয়েছে - উল্লেখ করুন।
৩. যুক্তরাজ্যের ফেডারেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ব্যবস্থা কিভাবে পরিচালিত হয়- বর্ণনা করুন।

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. যুক্তরাজ্যের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করুন।

সঠিক উত্তর :

অ) ১। ঘ ২। গ ৩। ঘ ৪। ঘ ৫। গ ৬। ঘ।

পাঠ ২.২ যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ❑ যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ সুবিধা এবং বিভিন্ন প্রকারের প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবেন;
- ❑ মিনেসোটা রাজ্যের অভিনব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন এবং
- ❑ যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ শিক্ষার প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও অর্থায়নের মূলকথা বলতে পারবেন।

আমেরিকার সমাজ ও অর্থনীতিতে উচ্চ শিক্ষার চাহিদা রয়েছে। এই চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর জন্য অনেক ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ও একাডেমিক কার্যক্রম

জ্ঞান রাজ্যের বিস্তৃত বিষয়ে শিক্ষাদান, ডিগ্রী প্রদান, গবেষণা পরিচালনার জন্য যেসব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে সেগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয় বলা হয়। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরকারি ও বেসরকারি।সরকারি বা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ অঙ্গরাজ্য সরকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং রাজ্য সরকারই স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থায়নের উৎস।

পৌর কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় স্কুল ডিস্ট্রিক্ট উচ্চ শিক্ষার জন্য কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে। এসব কলেজের আর্থিক দায়িত্ব স্থানীয় কর্তৃপক্ষের। নিউইয়র্কের স্থানীয় উচ্চ শিক্ষা বোর্ড এ ধরনের কতিপয় কলেজ পরিচালনা করছে। এই কলেজগুলো বৃহত্তম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছে।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন কর্তৃক ল্যান্ড গ্রান্ট কলেজ আইন অনুমোদনের পর উচ্চ শিক্ষা বিশেষ করে কৃষি ও মেকানিক আর্টস বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য ভূমি অনুদান প্রথা শুরু হয়। এর ফলে অনেক কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য কলেজের ফ্যাকাল্টিদের বেতন ফেডারেল সরকার থেকে দেওয়া হত। ল্যান্ড গ্রান্ট কলেজ পরিচালনার দায়িত্ব পৃথক ট্রাস্টি বোর্ডের উপর ন্যাস্ত। তবে রাজ্য সরকারের প্রতি ট্রাস্টি বোর্ডের জবাবদিহিতা রয়েছে।

ল্যান্ড গ্রান্ট উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমেরিকার উচ্চ শিক্ষার অংশগ্রহণরত শিক্ষার্থীদের শতকরা ২০ ভাগ অধ্যয়ন করে। এসব প্রতিষ্ঠানে গ্র্যাজুয়েশন, মাস্টার্স ও পিএইচডি পর্যায়ের কোর্স আছে। একাডেমিক কার্যক্রমে কৃষি, বিজ্ঞান, প্রকৌশল, পশু চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, মেকানিক আর্টস ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। ক্রমে এই কলেজগুলোতে লিবারেল আর্টস বিষয়, ভাষা ও সাহিত্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষক শিক্ষণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আধুনিক কালের প্রয়োজনের সাথে তাল মিলিয়ে এই কলেজগুলো শিক্ষাক্রমে নতুন বিষয় সংযোজন করেছে। ফলে শিক্ষায় গতিশীলতা এসেছে। এখানে উল্লেখ করা যায় আমেরিকার কৃষি ও কৃষি শিল্পের উন্নয়নে ল্যান্ড গ্রান্ট কলেজের অসামান্য অবদান রয়েছে।

উচ্চ শিক্ষার জন্য বেসরকারিভাবে অনেক লিবারেল আর্টস কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় এই কলেজগুলো স্বাধীনতা ভোগ করে। কিছু কিছু কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান। কলা, মানবিক, শিল্পকলা ইত্যাদি বিষয়ে পেশা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য এই কলেজগুলো বেশ জনপ্রিয়।

সাধারণ শিক্ষার সাথে পেশাগত, বৃত্তিমূলক ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা বিকাশ করে তরুণ তরুণীদের কর্মজীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলার প্রয়োজনে স্থানীয় জনগণের উদ্যোগে কম্যুনিটি কলেজের উৎপত্তি হয়েছে। বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য এসব কলেজে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ রয়েছে। সামাজিক চাহিদার কারণে বর্তমানে কম্যুনিটি কলেজের অনেক প্রসার হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে কিছু কিছু কলেজ আছে যেগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগ হিসাবে যেমন আর্টস কলেজ, আর্ট সায়েন্স কলেজ, লিবারেল আর্টস কলেজ হিসাবে পরিচিত। এই কলেজগুলোতে চার বছরের স্নাতক ডিগ্রী কোর্স (ব্যাচেলর ডিগ্রী) পড়ানো হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট স্কুলে উচ্চতর বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়। গ্রাজুয়েট স্কুলসমূহে এক বছরের মাস্টার্স ও চার বছরের ডক্টরেট ডিগ্রী লাভের জন্য উচ্চতর শিক্ষার প্রোগ্রাম আছে।

চিকিৎসা, আইন, সঙ্গীত ও ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়নের জন্য উচ্চতর পেশাগত স্কুল রয়েছে। সাধারণত চার বছরের স্নাতক কোর্স শেষে এইসব বিষয়ে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে পারে। কোর্সের কার্যকাল তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে বিস্তৃত।

প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। এগুলোর মধ্যে কোন কোন প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় বৃহৎ। সামরিক বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য ফেডারেল সরকারও কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে।

A university without Walls

যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ শিক্ষায় একটি অভিনব সংযোজন হলো মিনেসোটা রাষ্ট্রের a university without walls দেয়ালহীন খোলামেলা বিশ্ববিদ্যালয়। মিনিয়াপলিস ও সেন্টপল নগরের উপকণ্ঠে গ্রাম এলাকায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের New Metro Politan State College এর ক্যাম্পাস অবস্থিত। এই কলেজে নিয়মিত ক্লাশ হয় না; কোন গ্রেড দেওয়া হয় না; ভর্তির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার পূর্বশর্ত নেই; শিক্ষা প্রোগ্রামের ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। বয়স্ক ব্যক্তিরা যেন সমাজে সৃষ্টিশীল ভূমিকা পালন করতে পারে এ লক্ষ্যে কলেজের একাডেমিক প্রোগ্রাম পরিচালনা করা হয়। অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীরা স্নাতক ডিগ্রী লাভ করে।

একুশ বছর বয়স হলে এই কলেজে ভর্তি হতে পারে। ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনা অনুসারে উপদেষ্টার সহায়তায় শিক্ষার্থী তার শিক্ষা চুক্তি Educational Pact সম্পাদন করে। পূর্ণ শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য ভর্তির সময় একবার মাত্র ফিস দিতে হয়। পড়াশুনা শেষ করা বা ডিগ্রী অর্জন করার কোন নির্ধারিত সময়সীমা নেই। শিক্ষার্থীকে অবশ্য তার নিজ গতিতে ডিগ্রী লাভের জন্য পাঠ্য ইউনিট শেষ করতে হয়।

বছরের যে কোন সময়ে কলেজে ভর্তি হওয়া যায়। স্বল্পসংখ্যক শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী কলেজে স্থায়ীভাবে কাজ করে। স্থানীয় এলাকার পেশাগত ব্যক্তিবর্গ কলেজে খন্ডকালীন শিক্ষকতা করে। কোর্সের শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুসারে এরা বেতন পায়। সমাজ সেবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মূলত স্থানীয় সমাজের লোকজন কলেজে কাজ করে।

মিনেসোটা রাজ্যের এই অভিনব উচ্চ শিক্ষা প্রচলিত ও গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার গন্ডি পেরিয়ে স্থানীয় এলাকার তরুণদের জীবনের কাছাকাছি উচ্চ শিক্ষাকে নিয়ে এসেছে। আমেরিকার সমাজে এই নতুন মডেলের শিক্ষা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে।

ডিগ্রী কার্যকাল ভর্তি

আমেরিকার মত বৃহৎ দেশে বিশেষ করে শিক্ষা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার স্বাধীনতার জন্য শিক্ষায় অনেক বৈচিত্র দেখা যায়। বিভিন্ন ডিগ্রীর কার্যকালেও ভিন্নতা দেখা যায়। তবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য আছে। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে (সিনিয়র হাই স্কুল শিক্ষা শেষে) স্নাতক ডিগ্রীর জন্য সাধারণত চার বছর অধ্যয়ন করতে হয়। বিএ বা বিএসসি ডিগ্রী লাভের পর যোগ্য প্রার্থীরা তিন বা চার বছরের পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তি হতে পারে। এর মাঝখানে এক বছরের কোর্স করে এম এ বা এমএসসি ডিগ্রী লাভ করতে পারে। চিকিৎসা, আইন, সঙ্গীত বিষয়ে তিন থেকে পাঁচ বছর অধ্যয়ন শেষে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করে। প্রকৌশল, কৃষি ও দন্ত চিকিৎসা বিষয়ে চার বা পাঁচ বছরের কলেজ শিক্ষা শেষে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করা যায়। এসব বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রীর জন্য প্রশিক্ষণ নিতে হয় এবং থিসিস জমা দিতে হয়।

উচ্চ শিক্ষার জন্য কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য নিয়মকানুন রয়েছে। স্টেট কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পদ্ধতিতে নমনীয়তা আছে। নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হলে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির শর্ত পূরণ করতে হয়। ১৯৫৪ সালের পূর্বে কোন কোন রাজ্যে কৃষাঙ্গ শিক্ষার্থীরা শ্বেতাঙ্গদের সাথে একই প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করতে পারত না। ১৯৫৪ সালে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ফলে কৃষাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গরা একই প্রতিষ্ঠানে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সমান সুযোগ লাভ করে। আমেরিকায় সহশিক্ষা প্রচলিত। মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার জন্য আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। বিবাহিত ব্যক্তি ও কর্মরত ব্যক্তিদের জন্য অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোর্স পরিকল্পনা নমনীয়ভাবে করা হয় যাতে আগ্রহী প্রার্থীরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ লাভ করতে পারে।

প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

আমেরিকার উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার দিক দিয়ে স্বাধীন। ফলে একই রাজ্যে বহু ধরনের শিক্ষা প্রশাসন দেখা যায়। কতিপয় দিক দিয়ে প্রশাসনে সামঞ্জস্য আছে। সংক্ষেপে সে বিষয়গুলো আলোচনা করা হল।

বোর্ড অব ট্রাস্টি বা ট্রাস্টি বোর্ড কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করে। নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্য নিয়ে এই বোর্ড গঠিত হয়। সরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যগণ সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যগণ প্রধানত নির্বাচিত হয়। ধর্মীয় সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা মনোনীত বা নির্বাচিত হয়।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে ট্রাস্টিবোর্ড সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য প্রধান কর্মকর্তা বা প্রেসিডেন্ট এই বোর্ড নির্বাচন করে। অন্যান্য কর্মকর্তাগণ হলেন কলেজের ডীন, শিক্ষার্থীদের ডীন, বিজনেস ম্যানেজার বা কোষাধ্যক্ষ। জনসংযোগ অফিসার ও রেজিস্ট্রার।

অর্থায়ন

অর্থায়নের দিক দিয়ে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যেমন, ফেডারেল সরকার, রাজ্য সরকার বা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন এবং বেসরকারি ও ধর্মীয় সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। ফেডারেল সরকার ও রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যয় সংশ্লিষ্ট সরকার বহন করে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ফেডারেল ও রাজ্য সরকার থেকে অনুদান পায়। এদের আয়ের অন্যান্য উৎস হলো: দান, টিউশন ফি এবং বিভিন্ন সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সাহায্য।

আমেরিকার উচ্চ শিক্ষা ব্যয়বহুল। ছাত্রছাত্রীদের নিকট থেকে ফি আদায় করা হয়। সরকারি প্রতিষ্ঠানে ফি এর হার কম; বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে উচ্চ হার। অপরদিকে ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা দানের জন্য শিক্ষাঋণের ব্যবস্থা আছে; কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে এবং মেধাবীদের জন্য বৃত্তি আছে। অর্থের অভাবে কোন যোগ্য ছাত্র বা ছাত্রী শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় না।

আমেরিকার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অর্থায়নের জন্য ফেডারেল ও রাজ্য সরকারের উপর নির্ভরশীল। তবে, প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কাজে এদের স্বাধীনতা রয়েছে। ফেডারেল সরকার রাজ্য সরকার ও জনগণও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ কোন ধরনের কর্তৃপক্ষ পরিচালনা করে?
   ক. ফেডারেল সরকার
   খ. রাজ্য সরকার
   গ. মিউনিসিপালিটি
   ঘ. উপরের সবকয়টি উত্তর শুদ্ধ

২. ল্যান্ড গ্রান্ট কলেজ আইন প্রণয়নের ফলে উচ্চ শিক্ষায় কোন বিষয় অধ্যয়ন গুরুত্ব পায়?
   ক. কৃষি ও মেকানিক আর্টস
   খ. কৃষি ও শিল্পকলা
   গ. প্রযুক্তি ও লিবারেল আর্টস
   ঘ. বিভিন্ন উচ্চতর পেশার শিক্ষা

৩. কম্যুনিটি কলেজ শিক্ষার উৎপত্তির কারণ কি?
   ক. স্থানীয় এলাকার শিশুদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা
   খ. স্থানীয় এলাকার তরুণ তরুণীদের কর্মজীবন উপযোগী দক্ষতা ও নৈপূণ্যের বিকাশে সহায়তা করা
   গ. উচ্চ শিক্ষার জন্য স্থানীয় তরুণ তরুণীদের প্রস্তুত করা
   ঘ. উপরের সব কয়টি উত্তর শুদ্ধ

৪. কোন পর্যায়ের শিক্ষা শেষে যুক্তরাষ্ট্রের আইন ও চিকিৎসা বিষয় অধ্যয়ন করা যায়?
   ক. স্নাতক ডিগ্রী
   খ. হাইস্কুল গ্র্যাজুয়েশন
   গ. কম্যুনিটি কলেজ গ্র্যাজুয়েশন
   ঘ. ক ও খ উত্তর শুদ্ধ

৫. ১৯৫৪ সালে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের কি প্রভাব উচ্চ শিক্ষায় দেখা যায়?
   ক. কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গরা একই প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের অধিকার লাভ করে
   খ. কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার ব্যবস্থা স্বীকৃত হয়
   গ. শ্বেতাঙ্গদের জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার ব্যবস্থা স্বীকৃত হয়
   ঘ. কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ শিক্ষার্থীদের জন্য একই প্রকার আর্থিক সুযোগ সুবিধার বিধান করা হয়

৬. যুক্তরাষ্ট্রের ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য কি সুযোগ দেওয়া হয়?
   ক. কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা
   খ. বৃত্তির ব্যবস্থা
   গ. শিক্ষা ঋণের ব্যবস্থা
   ঘ. উপরের সবকয়টি উত্তর শুদ্ধ

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. A university without walls এর প্রধান বৈশিষ্ট্য কি - বর্ণনা করুন।

২. ল্যান্ড গ্রান্ট উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম সংক্ষেপে লিখুন।

৩. যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থায়ন কিভাবে হয় - উল্লেখ করুন।

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ ও একাডেমিক কার্যক্রম বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করুন।

সঠিক উত্তর :

অ) ১। ঘ ২। ক ৩। খ ৪। ক ৫। ক ৬। ঘ।

পাঠ ২.৩ ভারতের উচ্চ শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ❑ যে সব প্রতিষ্ঠানে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হয় সেগুলো সনাক্ত করতে পারবেন;
- ❑ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংগঠনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন;
- ❑ স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে উচ্চ শিক্ষা প্রসারের কারণ বলতে পারবেন এবং
- ❑ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত মূলকথা বর্ণনা করতে পারবেন।

উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান

উডের শিক্ষাপত্রের (১৮৫৪) সুপারিশ অনুসারে ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ ভারতে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ - এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই উপমহাদেশে আধুনিক কালের উচ্চ শিক্ষার সূত্রপাত হয় এসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। মূলত কলেজসমূহে উচ্চ শিক্ষার কাজ চলত এবং নব প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে দায়িত্ব পালন করত। এরপর ১৮৮৭ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৫ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত সাতটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

স্বাধীন ভারতে ১৯৪৮ সালে ডক্টর সর্বল্লী রাধাকৃষ্ণানের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। নতুন রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও চাহিদা বিবেচনা করে এই কমিশন উচ্চ শিক্ষার সংস্কারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন। পরবর্তী কালে ভারতের উচ্চ শিক্ষার বিকাশে এই কমিশনের রিপোর্টের অবদান অপরিসীম। ১৯৬৪-৬৬ সালের সর্বভারতীয় শিক্ষা কমিশনও উচ্চ শিক্ষার সংস্কারের জন্য অনেক মূল্যবান সুপারিশ করেছে।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রধানত উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হয়। কলেজগুলোকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়: কলা ও বিজ্ঞান কলেজ, পেশা ও শিক্ষণধর্মী কলেজ; বিশেষ শিক্ষার কলেজ, যেমন- সঙ্গীত, নৃত্য, চারুকলা, সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি।

উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও সমমানের প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নরূপ:

(১) রাজ্যের স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়

(২) কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

(৩) কেন্দ্রিয় বিশ্ববিদ্যালয় যেমন- বেনারস, আলিগড়, দিলি-, বিশ্বভারতী, জওহরলাল নেহেরু, মর্দার্ণ হল, হায়দরাবাদ ইত্যাদি। আন্তরাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়;

(৪) উচ্চতর অধ্যয়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় সমতুল্য প্রতিষ্ঠান; যেমন- জামিয়া মিল্লিয়া, নিউদিলি-, ইন্ডিয়ান ইনিস্টিটিউট অব সায়েন্স, বাংগালোর ইত্যাদি;

(৫) জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান যেমন- ইনিস্টিটিউট অব টেকনলজিসমূহ, অল ইন্ডিয়া ইনিস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনিস্টিটিউট অব মেডিক্যাল রিচার্স এন্ড এডুকেশন; চন্দ্রিগড়।

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনার জন্য কতিপয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যেমন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, ন্যাশনাল ইনিস্টিটিউট অব এডুকেশনাল প্লানিং এন্ড এডমিনিস্ট্রেশন, ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব সার্ভিস রিসার্চ, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব হিস্টোরিকেল রিসার্চ, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ফিলসফি, অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ, ইন্ডিয়ান ইনিস্টিটিউট অব এডভান্সড স্টাডিস।

গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা

মহাত্মাগান্ধীর বুনিয়াদী শিক্ষা প্রকল্পের সূত্র অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কমিশন (১৯৪৮-১৯৪৯) তার প্রতিবেদনে ডেনমার্কের জমতা কলেজের অনুরূপ এদেশে গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করেন। এই বিষয়ে ভারত সরকারকে পরামর্শ দানের জন্য ১৯৫৬ সালে National Council for Rural Higher Education প্রতিষ্ঠা হয়। এই পরিষদ ভারতের ১৫টি প্রতিষ্ঠানকে গ্রামীণ শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য নির্বাচন করেন। গ্রামসেবা, গ্রামীন বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, সিভিল এবং রুরাল ইঞ্জিনিয়ারিং সেনিটারি ইন্সপেকশন ইত্যাদি বিষয়ে সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা ও ডিগ্রী দেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিন্যাস ও সংগঠন

সংগঠনের দিক দিয়ে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে চারভাগে বিভক্ত করা যায়: অনুমোদনধর্মী, শিক্ষণধর্মী, এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয়। অনুমোদনধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কতকগুলো কলেজ থাকে, সেগুলোর অনুমোদন দেওয়াই হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাদানের যা কিছু কাজ তা কলেজগুলিতে সম্পন্ন হয়। প্রথম ডিগ্রী কোর্সের শিক্ষাদান কলেজের দায়িত্বে সম্পন্ন হয় এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষাদান কাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগগুলোতে হয়। শিক্ষণধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজ দায়িত্বে বিভিন্ন স্তরের ডিগ্রীর জন্য একাডেমিক প্রোগ্রাম ও গবেষণা কর্ম পরিচালনা করে। এককেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয় একটি মাত্র কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং সেই কেন্দ্রেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিযুক্ত শিক্ষকমন্ডলী দ্বারা শিক্ষাদান কাজ পরিচালিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনেকগুলো কলেজ থাকে। এইগুলোকে constituent বা গঠনকারী কলেজ বলা হয়। অভ্যন্তরীণভাবে কলেজগুলো স্বাধীন তবে পরিচালনার দিক দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর নির্ভরশীল। অনেক গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও অধীনস্থ কলেজগুলো যৌথ কর্মসূচি অনুসরণ করে এবং এর ফলে কলেজগুলোর মধ্যে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ ও দৃঢ়তর হয়।

উচ্চ শিক্ষার প্রসার

উচ্চ শিক্ষায় অংশগ্রহণের দিক দিয়ে আমেরিকা ও রাশিয়ার পরে ভারতের স্থান। স্বাধীনতা লাভের পর জনগণের মনে নতুন ভাবাদর্শ সৃষ্টি হয়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রসরতায় এবং আধুনিকীকরণের হাতিয়ার হিসাবে শিক্ষার ভূমিকা মানুষের মনে উচ্চ শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। উচ্চ শিক্ষায় গমন উপযোগী রকমের প্রায় একচতুর্থাংশ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। অবশ্য উচ্চ শিক্ষার সম্প্রসারণের ফলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মানব সম্পদ তৈরি ও তাদের কর্মসংস্থানে অসামঞ্জস্য দেখা দিয়েছে।

১৯৫৬ সালে পার্লামেন্টের আইন দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আর্থিক মঞ্জুরি ও শিক্ষা প্রচেষ্টার মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং শিক্ষার মান

সংরক্ষণ করার প্রধান দায়িত্ব হলো মঞ্জুরি কমিশনের। উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন কাজে যেমন- স্নাতকোত্তর গবেষণা ও শিক্ষাদান, শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি, ল্যাবরেটরি ও লাইব্রেরি উন্নয়নের ক্ষেত্রে কমিশন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

রাজ্য সরকারের আওতায় স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অর্থায়ন হয়। কেন্দ্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থায়নের উৎস কেন্দ্রিয় সরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার জন্য গঠিত বিভিন্ন কর্তৃপক্ষে যেমন সিনেট, সিন্ডিকেট, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল বা বোর্ড অব ম্যানেজমেন্টে সরকার থেকে মনোনীত সদস্য প্রতিনিধিত্ব করে। রাজ্য সরকারের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কাজ তত্ত্বাবধানের জন্য State Council for Higher Education নামে সংস্থা কতিপয় রাজ্যে যেমন- পশ্চিমবঙ্গ, হিমাচল তামিলনাড়ুতে হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যগুলোতেও এই সংস্থা গঠনের প্রক্রিয়া চলছে।

সমগ্র দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সাদৃশ্য রয়েছে। সিনেট সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিল হল বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার প্রধান কর্তৃপক্ষ। বিভিন্ন শ্রেণী ও জনগোষ্ঠী থেকে নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্য নিয়ে উচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ সিনেট গঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থায়ন নীতি, অর্থ পরিকল্পনা ও বার্ষিক হিসাব বিষয়ে সিনেটে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নির্বাহী কর্তৃপক্ষরূপে সিন্ডিকেট প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন প্রশাসন কাজ সম্পাদন করে। মনোনীত, নির্বাচিত ও পদাধিকার হিসাবে সদস্য নিয়ে সিন্ডিকেট গঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ও অধিভুক্ত কলেজের কার্যপরিচালনায় সিন্ডিকেটের ব্যাপক ক্ষমতা রয়েছে। পরীক্ষার নীতি, শিক্ষক-কর্মকর্তা নিয়োগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন বিষয়ক কাজের সিদ্ধান্ত সিন্ডিকেট গ্রহণ করে। তবে সিন্ডিকেটের অনেক দায়িত্ব পালনে ও ক্ষমতা প্রয়োগে সিনেটের অনুমোদন প্রয়োজন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান ও গবেষণা কার্যক্রম বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ হলো একাডেমিক কাউন্সিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, অধিভুক্ত ও কন্সটিটিউটেন্ট কলেজের প্রতিনিধি নিয়ে একাডেমিক কাউন্সিল গঠিত হয়। শিক্ষাক্রম পরিবর্তন, নতুন কোর্স প্রবর্তন, পরীক্ষা গ্রহণ, শিক্ষকদের যোগ্যতা, গবেষণা কার্যক্রম- এ সমস্ত বিষয়ে একাডেমিক কাউন্সিল আলোচনা করে ও সুপারিশ গ্রহণ করে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অর্থায়নের জন্য রাজ্য বা কেন্দ্রিয় সরকারের উপর নির্ভরশীল। তবে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বাধীনভাবে প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার কাজ পরিচালনা করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা হলেন চ্যান্সেলর। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুসারে তিনি তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হলেন ভাইস চ্যান্সেলার। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুসারে তাঁর অনেক ক্ষমতা ও দায়িত্ব আছে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন অংশ- বিভাগ, অনুষদ, অধিভুক্ত কলেজ, ইনিস্টিটিউট পরিদর্শন করতে পারেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক কমিটি বা বোর্ডের সভাপতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপাত্র হিসাবে তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠান এবং সরকার ও বহিঃসংস্থার সাথে যোগসূত্র রক্ষা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য প্রধান কর্মকর্তা হলেন, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, রেজিস্ট্রার/রেক্টর, অনুষদের ডীন, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও গ্রন্থগারিক।

কলেজের মুখ্য কর্মকর্তা হলেন অধ্যক্ষ। কলেজের শিক্ষাক্রম, পরীক্ষা ও সংশ্লিষ্ট একাডেমিক কাজে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর নির্ভরশীল। শিক্ষকদের বেতন ও চাকুরী সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি সরকারের নিয়ম নীতি অনুসরণ করেন। তবে কলেজের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে তার ক্ষমতা রয়েছে।

মান

ভারত সরকার ও জনগণের সহযোগিতায় ভারতের উচ্চ শিক্ষা স্বাধীনতা লাভের পর থেকে উপনিবেশ যুগের স্থবিরতা কাটিয়ে গঠনমূলক ও সৃজনশীল রূপ লাভ করেছে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার মান পৃথিবীর অন্যান্য দেশের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতুল্য। এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটগণ দেশ বিদেশে উচ্চ পেশাগত কর্মে নিয়োজিত আছে। এজন্য ভারতের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সুনাম অর্জন করেছে।

সমস্যা

এসব সত্ত্বেও ভারতের উচ্চ শিক্ষায় নানা সমস্যা দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের স্ট্যান্ডার্ড কমিটির রিপোর্টে সমস্যা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। উচ্চ শিক্ষার নিম্মান, পাঠ্যসূচির সাথে শিক্ষার উদ্দেশ্যের সম্পর্কহীনতা, শিক্ষায় জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির অনুপস্থিতি স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর ভীড়, শিক্ষার অনুকূল পরিবেশের অভাব, বিলম্বগতিতে গবেষণা সম্পন্ন, অপরিকল্পিত উচ্চ শিক্ষার সম্প্রসারণ, মানব সম্পদ পরিকল্পনার সাথে উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে ভর্তির সম্পর্কের অভাব উচ্চ শিক্ষার এসব সমকালীন সমস্যা স্টান্ডার্ড কমিটির রিপোর্টে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মঞ্জুরি কমিশন, কেন্দ্রিয় সরকার, রাজ্য সরকার উচ্চ শিক্ষার সমস্যা নিরসনের জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. স্বাধীন ভারতের উচ্চ শিক্ষা সংস্কারের জন্য কোন দলিলের অবদান উল্লেখযোগ্য?
   ক. ১৯৪৮ সালের বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন রিপোর্ট
   খ. ১৯৪৬ সালের সর্ব ভারতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট
   গ. ১৯১৭ সালের স্যাডলার কমিশন রিপোর্ট
   ঘ. ক ও খ উত্তর শুদ্ধ

২. ভারতের উচ্চ শিক্ষা দানকারী প্রতিষ্ঠানের বহির্ভূত কোনটি?
   ক. অধিভুক্ত কলেজসমূহ
   খ. কেন্দ্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
   গ. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
   ঘ. স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ

৩. নিচের কোনটি অনুমোদন ধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ?
   ক. প্রথম ডিগ্রী কোর্সের জন্য শিক্ষাদান

খ. অধিভুক্ত কলেজের অনুমোদন দান
গ. কলেজের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের তত্ত্বাবধান
ঘ. ক ও খ উত্তর শুদ্ধ

৪. ভারতের গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষার উৎস কোনটি?
ক. মহাত্মাগান্ধীর বুনিয়াদী শিক্ষা
খ. ডেনমার্কের জনতা কলেজ
গ. স্বাধীন ভারতের জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা
ঘ. ক ও খ উত্তর শুদ্ধ

৫. আধুনিক ভারতে উচ্চ শিক্ষা প্রসারের কারণ কোনটি?
ক. কর্মসংস্থানের অভাবে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের প্রবণতা
খ. অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রসরতায় উচ্চ শিক্ষার অবদান
গ. উচ্চ শিক্ষা সার্বজনীন হওয়ার কারণে
ঘ. উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে নেতৃত্বের বিকাশ সুযোগ থাকার কারণে

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. গ্রামীণ উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখুন।
২. যুক্তরাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য কি - উল্লেখ করুন।
৩. স্বাধীন ভারতে উচ্চ শিক্ষা প্রসারের কারণ কি - ব্যাখ্যা করুন।
৪. ভারতের উচ্চ শিক্ষার প্রধান সমস্যাগুলো বর্ণনা করুন।

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ব্যবস্থা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। ঘ ২। গ ৩। খ ৪। ঘ ৫। খ।